তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮১

**আবৃত্তি আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি)

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, আবৃত্তি আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করে। ছাত্রজীবন থেকেই আমি আবৃত্তির ভক্ত। বিশেষ করে প্রয়াত হাসান আরিফ ছিলেন আমার অন্যতম প্রিয় আবৃত্তিশিল্পী। জাতির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি শিশুদের নিয়ে ‘বাংলা আমার’ আবৃত্তি সংগঠন একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে, যা দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। সংস্কৃতি কর্মীদের নিকট আমরা এ ধরনের পরিপাটি ও গোছানো অনুষ্ঠানই প্রত্যাশা করি।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে ‘বাংলা আমার’ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র এর ৫ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ‘বাংলা আমার আবৃত্তি উৎসব ২০২৩’ ও ‘বাংলা আমার সম্মাননা ২০২৩’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রধান অতিথি বলেন, ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ বাংলা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, মহীয়সী নারী বঙ্গমাতাসহ আমাদের সকলের। সর্বোপরি, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধের ফসল এ বাংলা। তাই আবৃত্তি ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ‘বাংলা আমার’ এর নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি চর্চার প্রসার ঘটাতে পারলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব হবে। তিনি এসময় ‘বাংলা আমার’ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

 অনুষ্ঠানে বরেণ্য আবৃত্তিশিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমামকে ‘বাংলা আমার সম্মাননা ২০২৩’ এবং প্রতিশ্রুতিশীল আবৃত্তিশিল্পী ও সংগঠক মোঃ মুজাহিদুল ইসলামকে ‘বাংলা আমার প্রণোদনা ২০২৩’ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

 এছাড়া অনুষ্ঠানে বাংলা আমার বর্ষসেরা সদস্য হিসেবে তানিয়া আফসার এবং আরিফা বেগমকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

#

হাসান/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২২/১৮৪৮

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৭৯

**২০২২ সালে শেখ হাসিনা জাতিকে দু’টি তিলক পরিয়ে দিয়েছেন**

 **- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে দুটি তিলক পরিয়ে দিয়েছেন। একটি হচ্ছে পদ্মাসেতু চালু হওয়া, আরেকটি স্বপ্নের মেট্রোরেলের যাত্রা শুরু। এতে দেশের প্রতিটি মানুষ উদ্বেলিত।’

বর্তমান সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজ দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদেরকে দেয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। একই সাথে তিনি বলেন, ‘বিএনপি আর তার মিত্রদের নেতিবাচক ও গুজব ছড়ানোর রাজনীতি না থাকলে দেশ আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতো।’

আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘বৈশ্বিক সংকট, নানা ষড়যন্ত্র ও সমস্ত নেতিবাচক দিক মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য অভিনন্দন। এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে, বিদেশিদের পদলেহনের রাজনীতি করে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি যদি বিএনপি না করত, তাহলে দেশ আরো বহুদূর এগিয়ে যেতো।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের চার বছর পূর্তি হচ্ছে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের ধারাবাহিকভাবে ১৪ বছর পূর্ণ হচ্ছে। গত এক বছর করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিশ্বব্যাপী নানা সংকট ছিল। এরপরও দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা।’

২০২০ সালে করোনা মহামারি শুরুর পর থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী যেভাবে করোনা মোকাবিলা করেছেন, বিশ্ব সম্প্রদায় তার প্রশংসা করেছে জানিয়ে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, নিক্কি ইনস্টিটিউট ও ব্লুমবার্গের যৌথ জরিপ বলছে- বাংলাদেশ করোনা মহামারি মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশ্বে পঞ্চম, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বসংকট ও মূল্যস্ফীতির মধ্যেও বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে সহনীয় পর্যায়ে আছে। আমাদের মূল্যস্ফীতি ইউরোপ ও অনেক উন্নত দেশের তুলনায় কম হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে আমাদের রেকর্ড পরিমাণ রেমিটেন্স এসেছে, রপ্তানি আয় বেড়েছে। গত কয়েক মাসেও রপ্তানি আয় বেড়েছে।’

বিএনপিকে নেতিবাচক রাজনীতির জন্য অভিযুক্ত করে ড. হাছান বলেন, ‘পদ্মা সেতুতে মানুষের নরবলি দিতে হবে- এরকম গুজবও ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। বিশ্বের ১৩২টি দেশ যখন করোনা টিকা শুরু করতে পারেনি, আমাদের দেশে তখন শেখ হাসিনা করোনার টিকা দেয়া শুরু করেছিলেন। তখনো বিএনপি ও তাদের মিত্রদের পক্ষ থেকে নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছিল, পরে তারাই আবার কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে টিকা নিয়েছিল।’

#

আকরাম/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৭৮

**বিএনপি তাদের নেতাদের নির্বাচনে অংশ নেওয়া ঠেকাতে পারবে না**

 **- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপির দলীয় নির্দেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগকারী উকিল আবদুস সাত্তার বিএনপি থেকে বের হয়ে সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে উপনির্বাচনে অংশ নেওয়ায় এটিই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিএনপির সম্মুখ সারির অনেক নেতাই নির্বাচনমুখী, তারা নির্বাচন করতে চায়।’

মন্ত্রী বলেন, ‘এটি আরো ইঙ্গিত দেয় যে, বিএনপি যদি ভবিষ্যতে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়ও, তাদের নেতারা ঠিকই নির্বাচনে অংশ নেবেন। নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে তাদের নেতাদের ঠেকানো যাবে না। নির্বাচনে তারা অংশ নেবেনই।’

আজ রাজধানীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপির সিদ্ধান্ত আসে সমুদ্রের ওপার থেকে। বাংলাদেশের বাস্তবতা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের “সেই” নেতার কোনো ধারণা নেই। তিনি ১৫-১৬ বছর ধরে দেশের বাইরে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সংসদ থেকে বিএনপির ছয় সংসদ সদস্যের পদত্যাগ দলটির প্রচণ্ড অদূরদর্শী একটি সিদ্ধান্ত ছিল।’

 ‘আর অনেক বিএনপি নেতা মনে করেন ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশ না নিয়ে তা প্রতিহত করার অপচেষ্টা সম্পূর্ণ ভুল ছিল’ উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২০১৮ সালের নির্বাচনেও তারা অংশ নেবে, কি নেবে না- এমন দোলাচাল না রেখে, আংশিক নয়, পূর্ণশক্তি নিয়ে নির্বাচন করা প্রয়োজন ছিল। এবারো তাদের ছয় এমপির পদত্যাগ, তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বলে সম্মুখ সারির নেতাদের ধারণা। এই পদত্যাগ বিএনপির জন্য শুভ হয়নি। আমিও ব্যক্তিগতভাবে তাই মনে করি।’

গাইবান্ধা উপনির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘গাইবান্ধা উপনির্বাচন অত্যন্ত সুন্দর ও সফল হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশনও দাবি করছে। আমরাও দেখলাম অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন হয়েছে। প্রচণ্ড শীত আর একবার ভোট দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম হয়েছে। আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে এর আগে নির্বাচন যদি স্থগিত করা না হতো, তখনো নৌকার প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করত।’

**‘বিএনপির রাজনীতিই সন্ত্রাসনির্ভর’**

আওয়ামী লীগের একটি অংশ, রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চায়- বিএনপি নেতা খন্দকার মোশাররফ হোসেনের এমন মন্তব্যের জবাবে তথ্যমন্ত্রী হাছান বলেন, ‘আসলে সন্ত্রাসের রাজত্ব বিএনপিই কায়েম করেছে। তারা সন্ত্রাসের ওপর ভর করেই রাজনীতি করে। এতদিন তারা বলত
যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়। এখন আবার বলছে একটি অংশ!’

মন্ত্রী বলেন, ‘আওয়ামী লীগ জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করেছে, দেশ পরিচালনা করছে। জনগণ যতদিন চাইবে, ততদিনই আমরা দেশ পরিচালনা করব। জনগণ না চাইলে একদিনও দেশ পরিচালনা করব না। বিএনপিই সবসময় পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায়।’

#

আকরাম/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৩৯ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৫৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪০ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৮ হাজার ৩৭০ জন।

#

কবীর/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৮৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৭৬

**বাংলাদেশ শ্রম থেকে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হয়েছে**

 **-আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১৪ বছরে বাংলাদেশকে শ্রম থেকে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির দেশে রূপান্তর করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে ঢাকা লিট ফেস্টের দ্বিতীয় দিনে ‘ইনোভেশন টক’ বিষয়ক সেশনে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন। বিষয়ভিত্তিক এই সেশনে তরুণ বাংলাদেশী অণুজীব বিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা অংশগ্রহণ করেন।

 এ সময় ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্যের বর্ণনা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৪ বছর আগে দেশে বিদ্যুতের আওতায় ছিল মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল মাত্র ৫০ লাখ। আইসিটি বলে কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন কম্পিউটার ও আইসিটিতে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। শেরপুরের কাকরকান্দা গ্রামে বসেই এইচএসসি’র ছাত্রী তৃষ্ণা আইটি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। বর্তমানে শতভাগ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় এবং ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা ও স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন সরকারের ‘অনন্য দুই উদ্ভাবনী উদ্যোগ’ বলে উল্লেখ করে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই দুইটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে গ্রামের শিক্ষার্থীরাও এখন সহজেই আইসিটি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ফ্রিল্যান্সিং করছে। তরুণরা ‘টেকস্যাভি’ হয়েছে। এছাড়াও নিজেদের উদ্ভাবিত ‘ই-নথি’র কল্যাণে অতিমারি করোনাতে সবকিছু বন্ধ থাকলেও এক মুহূর্তের জন্য সরকারের প্রশাসনিক কার্যক্রম থেমে থাকেনি বলে তিনি জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আইসিটি বিভাগের তরুণ প্রোগ্রামারদের তৈরি ‘সুরক্ষা’ অ্যাপ এর মাধ্যমে করোনার টিকা ব্যবস্থাপনা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও ক্যাশলেস কেনাকাটার ‘ডিজিটাল পশুর হাট’ এবং ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাম-শহর; ধনী-দরিদ্র এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য ও দূরত্ব কমেছে। সময়, ভোগান্তি ও খরচ কমেছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এবার ২০৪১ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বুদ্ধিদীপ্ত, টেকসই, সাশ্রয়ী, উদ্ভাবনী, জ্ঞান ও গবেষণার সম্মিলনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছি আমরা।

পরে প্রতিমন্ত্রী পলক ও বিজ্ঞানী সেঁজুতি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন।

#

শহিদুল/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৫

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে স্মার্ট পাঠদান পদ্ধতি অপরিহার্য**

 **---টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইন্ডাস্ট্রির উপযোগী স্মার্ট পাঠদান পদ্ধতি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। তিনি বলেন, আজকের পৃথিবীতে শিক্ষা মানে ডিজিটাল প্রযুক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির শিক্ষা। শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে স্মার্ট জনশক্তি তৈরি করে আমাদের পপুলেশন ডিভিডেন্টের বিরাট সুযোগ কাজে লাগাতেই হবে। তিনি এ সময় একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি কার্যকর ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন জাতি গড়ে তুলতে ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সমন্বিত উদ্যোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে যুক্তরাজ্যের নটিংহাম ট্রেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের সহযোগিতায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ইনক্লুসিভ হাইয়ার এডুকেশন : বাংলাদেশ কনটেক্সট’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী শিক্ষায় প্রথাগত পদ্ধতির সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তর করা। আমরা কেবল প্রথাগত শিক্ষার সার্টিফিকেট দিব কিন্তু তাদেরকে ডিজিটাল দক্ষতা দিব না, এটা হতে পারে না। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের এই অগ্রদূত বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরির নাম হচ্ছে ইন্টারনেট। সেই লাইব্রেরি থেকে তথ্য নেওয়ার দক্ষতা দিতে হবে, প্রচলিত শিক্ষায় এটি দেওয়া হয় না।

মন্ত্রী বলেন, অতীতের তিনটি শিল্প বিপ্লবে শরিক হতে না পেরে এই দেশের মানুষ প্রযুক্তিতে শত শত বছর পিছিয়ে আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তাঁর পাঁচ বছরের শাসনামলে দেশে ভি-স্যাটের মাধ্যমে ইন্টারনেট চালুসহ যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশকে শরিক করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গত ১৪ বছরে বাংলাদেশকে পঞ্চম শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্বের যোগ্যতায় উপনীত করেছেন।

মন্ত্রী শিক্ষাকে আনন্দদায়ক শিক্ষায় রূপান্তরের পদ্ধতি তুলে ধরে বলেন, আমরা প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করেছি। এই সব কনটেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পড়তে পারছে এবং এক বছরের সিলেবাস তারা তিন মাসে শেষ করতে সক্ষম হচ্ছে। তিনি দেশের ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্টে পাঠ প্রদানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, পার্শ্ববর্তী স্কুলের শিক্ষার্থীরাও ডিজিটাল কনটেন্টে পাঠ গ্রহণের জন্য ছুটে আসছে এসব স্কুলে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ নুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বুয়েটের উপাচার্য প্রফেসর ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার, যুক্তরাজ্যের নটিংহাম ট্রেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটিং এন্ড ইনফরমেশন রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক প্রফেসর ডেভিড জে ব্রাউন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর বিশ্বজিৎ চন্দ্র এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর রাশেদা আক্তার বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৪

**রস উৎসব আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ**

 **-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, রস উৎসব আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ। ইট-পাথরের শহরে ‘রঙ্গে ভরা বঙ্গ’ এ গ্রামীণ ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় ‘রঙ্গে ভরা বঙ্গ’ আয়োজিত ‘১২তম রস উৎসব ও লোকশিল্পী সম্মাননা ১৪২৯’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যান্ত্রিকতার এ নগরীতে এখন খেজুর রসেও ভেজাল দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, কাঁচা খেজুর রস খাওয়ার মাধ্যমে নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণ ঘটছে। সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

‘রঙ্গে ভরা বঙ্গ’ এর সভাপতি অধ্যাপক হায়াৎ মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ম. হামিদ ও ইউডা চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে হস্তশিল্পে পাবনার চাটমোহরের হস্তশিল্পী কৃষ্ণা বেত এবং লোক পরিবেশনায় টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরের পাঁচঠিকরির ফটিক শেখের ভাসান গানের দলকে লোকশিল্পী সম্মাননা ১৪২৯' প্রদান করা হয়।

#

ফয়সল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/ইমা/২০২৩/১২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৩

“বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৩”

**টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী বেহুন্দি জালসহ সকল প্রকার অবৈধ জাল অপসারণে ১ম ধাপে ৪ হতে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ৭ দিন, ২য় ধাপে ১৯ হতে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ৮ দিন, ৩য় ধাপে ৩ হতে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৭ দিন এবং ৪র্থ ধাপে ১৮ হতে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮ দিনসহ মোট ৩০ দিনব্যাপী ১৭টি জেলায় “বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৩” পরিচালনা করা হবে।

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা **:**

**“আসুন জাটকা ও সামুদ্রিক প্রজাতির মাছের ডিম, লার্ভী ও পোনা রক্ষায়**

**বেহুন্দি ও কারেন্ট জালসহ সকল অবৈধ জাল দিয়ে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকি”**

 **-** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

#

রহমান/জুলফিকার/রবি/বুদ্ধ/শামীম/২০২৩/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭২

**বিশ্ব ইজতেমা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে প্রয়োজনীয় নিদের্শনা**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

 আগামী ১৩-১৫ জানুয়ারি বিশ্ব ইজতেমা-২০২৩ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে ও আগত মুসল্লিগণের সুবিধার্থে আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাসহ ইজতেমার সার্বিক নিরাপত্তায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি প্রয়োজনীয় নিদের্শনাঃ

**\***শীতের সংবেদনশীলতা ও শৈত্য প্রবাহের বর্তমান তীব্রতা বিবেচনা করে অংশগ্রহণকারীদেরকে পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র যেমন- কম্বল, মাফলার, কানটুপি, গরম কাপড়, মোজা, গ্লাভস ইত্যাদি ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করা;

 **\***বর্তমান করোনা পরিস্থিতি অনুধাবন করে অংশগ্রহণকারীদের মাস্ক পরার পরামর্শ প্রদান ;

**\***উষ্ণ পানির সুবিধা, চিকিৎসক সুবিধা, শীতের আক্রমণ মোকাবেলায় পর্যাপ্ত ওষুধ, গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদের হাসপাতালে অবিলম্বে পাঠানোর জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা ও সরবরাহ নিশ্চিত করা।

 গতকাল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করেছে।

#

মেহেদী/জুলফিকার/রবি/ইমা/২০২৩/ ১১৪৫ ঘণ্টা